# আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

## জেলা: খুলনা

**কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প**

**কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি**

**কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর**

| | |
|---|---|
| তারিখ : ২১ জুন, ২০২০<br>বুলেটিন নং ১৫৬ | ২১ জুন হতে ২৫ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন |

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (১৭ জুন হতে ২০ জুন, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত )

| আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার) | ১৭ জুন | ১৮ জুন | ১৯ জুন | ২০ জুন | সীমা |
|---|---|---|---|---|---|
| বৃষ্টিপাত (মি.মি) | ৯০.০ | ৭.০ | ৬.০ | ৪০.০ | ৬.০-৯০.০ (১৪৩.০) |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ২৯.০ | ২৮.২ | ৩১.৫ | ৩০.৮ | ২৮.২-৩১.৫ |
| সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ২৫.৬ | ২৫.৬ | ২৬.৪ | ২৭.৪ | ২৫.৬-২৭.৪ |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা) | ৯৪.০-৯৮.০ | ৭৮.০-৮৯.০ | ৮৭.০-৯৫.০ | ৮০.০-৯৮.০ | ৭৮-৯৮ |
| বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা) | ১.৯ | ৫.৬ | ৩.৭ | ১.৯ | ১.৮৫-৫.৫৫ |
| মেঘের পরিমান (অক্টা) | ৬ | ৫ | ৬ | ৬ | ৫-৬ |
| বাতাসের দিক | দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম | দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম | দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম | দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম | দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম |

**বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস**
**২১ জুন হতে ২৫ জুন, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত**

| আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার) | সীমা |
|---|---|
| বৃষ্টিপাত (মিমি) | ০.০-১০.৮ (৩৭.৮) |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ৩২.৭-৩৪.৬ |
| সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) | ২৬.৬-২৭.০ |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা) | ৬৯.০-৮৪.০ |
| বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা) | ৩.৩-৫.২ |
| মেঘের অবস্থা | আংশিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ |
| বাতাসের দিক | দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম |

# কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

**করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ ও এর প্রার্দুভাব নিয়ন্ত্রণে কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বিশেষ পরামর্শ:** পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং অন্যান্য কৃষিকাজ করার সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন ও সামাজিক দূরত্ব (পরস্পরের মধ্যে কমপক্ষে ৩ফুট দূরত্ব) বজায় রাখুন । করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঝুঁকি হ্রাসে সকলে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা গুলো অনুসরণ করুন।

**দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অবস্থা:**
মৌসুমী বায়ুর অক্ষ উত্তর প্রদেশ, বিহার, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর অপর একটি বর্ধিতাংশ উত্তরপূর্ব বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী থেকে প্রবল অবস্থায় রয়েছে।

**মুখ্য আবহাওয়া পরিস্থিতি**
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের প্রবনতা হ্রাস পেতে পারে। গত চারদিনে জেলায় হালকা থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে এবং মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচদিন সামান্য থেকে হালকা ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

বিস্তারিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ নীচে দেওয়া হলো।

**আউশ ধান:**
**রিকভারী থেকে কুশি পর্যায়**

- পানির স্তর ৩-৪ ইঞ্চি বজায় রাখুন।
- রোগবালাইয়ের উপস্থিতি সনাক্ত করার জন্য বিশেষ করে ধানের ব্লাস্ট, গান্ধিপোকা,মাজরা পোকা দমনে মাঠ পরিদর্শন করতে হবে। আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- আউশ ধানে পানি নেমে যাওয়ার ৫-৭ দিন পর গ্যাপ ফিলিং করে পটাশ সার এবং তার ৩-৫ দিন পর ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করুন। ধান আগাম কুশি বের হওয়া পর্যায়ে থাকলে এখনই ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যাবে না। ৫-৭ দিন পর প্রয়োজন হলে কুশি ভেঙে গ্যাপ ফিলিং করে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে এখন সব ধরনের জমিতেই বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার ব্যবহার করা ভাল।
- যদি থ্রিপস ও সবুজ পাতা ফড়িং এর সংখ্যা ২৫% এর বেশী হয় তাহলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে ।

**আমন ধান:**

- বীজতলা প্রস্তুত করুন।
- বীজ বপনের পূর্বে ডাইথেন এম-৪৫ দিয়ে বীজ ভালোভাবে শোধন করে নিন।
- ভারী বৃষ্টি এবং বন্যার কারনে চারা গাছের ক্ষতিপূরণে কমিউনিটি বীজতলা প্রস্তুত করুন।

**সবজি:**

- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- ফলন বাড়ানোর জন্য লাউ এবং পটলে হাত দ্বারা পরাগায়ন করা যেতে পারে। গাছের বয়স্ক পাতাগুলো তুলে ফেলুন।
- পচন রোধ করতে সব্জির গোড়া ও কান্ডে লেগে থাকা কর্দমাক্ত মাটি পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কপার হাইড্রোক্সাইড অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড @৪গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- ঢলে পড়া গাছ বিশেষ করে টমেটো, মরিচ এবং বেগুন গাছ খুঁটির সাহায্যে সোজা করে দিন।

- পরিপক্ক সব্জি দ্রুত সংগ্রহ করে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখুন।

**উদ্যান ফসল:**

- কলায় সিগাটোকা লীফ স্পট রোগের আক্রমণ দেখা দিলে বেশী আক্রান্ত পাতা কেটে সরিয়ে ফেলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি প্রোপিকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঝড়ো হাওয়ার কারণে ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছ, ফলের ছোট গাছ ও সবজিতে খুঁটির ব্যবস্থা করুন, আখের ঝাড় বেঁধে দিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিতে পারে। ১% বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করুন।
- ফল বাগান থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য নিষ্কাশন নালার ব্যবস্থা রাখুন।

**পাট:**

- পাটের জমি আগাছা মুক্ত রাখুন।
- সেমিলুপার আক্রমণ করলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোরোপিড/ক্লোরোসাইরিন/নাইট্রো মিশিয়ে রৌদ্রজ্জল দিনে স্প্রে করতে হবে।
- রোগবালাইয়ের উপস্থিতি সনাক্ত করার জন্য নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করুন। আক্রমণ সনাক্ত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করুন।
- বিছা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে।
  আক্রমণ দেখা দিলে -

❖ ডিম সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে
❖ আলোক ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে
❖ প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোরোপিড/ক্লোরোসাইরিন/নাইট্রো মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

**পান:**

- পান এখন বাড়ন্ত পর্যায়ে আছে পানের বরজের যত্ন নিন। প্রয়োজনে শক্ত বেড়ার ব্যবস্থা করুন।
- তীব্র বাতাস এবং শিলা বৃষ্টিতে যাতে ফসল ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিন।
- পানের গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে ১% বর্দোমিক্সচার ১ মাস অন্তর প্রয়োগ করুন।

**আখ:**

- বিদ্যমান আবহাওয়াতে আখের মাজরা পোকা এবং কান্ডপচাঁ রোগ সহ বিভিন্ন রোগবালাইয়ের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। রোগবালাইয়ের উপস্থিতি সনাক্ত করার জন্য নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করুন।

**গবাদি পশু:**

- গবাদিপশুকে পর্যাপ্ত পরিমানে ভিটামিন, মিনারেল সমৃদ্ধ খাবার এবং বিশুদ্ধ পানি খেতে দিন।
- ভারী বৃষ্টিপাতের সময় গবাদি পশুকে ছাউনির নীচে রাখুন।
- গবাদি পশু উঁচু ও পরিষ্কার জায়গায় রাখুন।
- বজ্রসহ বৃষ্টির সময় গবাদি পশুকে বাইরে বের হতে দেওয়া যাবে না।
- পশুর থাকার জায়গার মেঝেতে যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- গবাদি পশুকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শক্রমে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন এবং কৃমিনাশক খেতে দিন।
- এসময় গবাদি পশুর প্রতি অধিক যত্নবান হউন।

**হাঁসমুরগী:**

- হাসঁ-মুরগীকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- হাঁসমুরগীকে নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমানে পুষ্টিকর খাবার এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করুন।

**মৎস্য:**

- পুকুরের চারধার ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন।
- মাছের প্রজনন বৃদ্ধি ও অন্যান্য পরামর্শ এর জন্য নিকটস্থ মৎস্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।
- পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ার এখনই উপযুক্ত সময়। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে অনুমোদিত উৎস থেকে উপযুক্ত মাছের রেণু সংগ্রহ করুন।